



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৪০ বর্ষ ২য় সংখ্যা

ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta

১৫ ফাল্গুন ১৪৩২, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

যথাযোগ্য মর্যাদায় অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত



মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান একুশের প্রথম প্রহরে শহিদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মহান ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সূচু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এই দিবস পালিত হয়। গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসা অতিথিদের স্বাগত জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ

আহমদ খান। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, অমর একুশে উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সমন্বয়কারী মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মোর্শেদ হাসান খান, যুগ্ম সমন্বয়কারী বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক

ড. আবদুস সালাম, ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সেলিম রেজা এবং সদস্য-সচিব প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। একুশের প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পৃথকভাবে শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ভাষাশহিদদের জন্য দোয়া ও মোনাজাত করেন। এরপর তিনি মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যদের নিয়েও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিনি। এরপর স্ত্রী ডাঃ জোবাইদা রহমান ও মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমানকে নিয়ে তিনি ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পর প্রধান বিচারপতি, তিন বাহিনীর প্রধানগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডাঃ শফিকুর রহমান ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একুশের প্রথম প্রহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে উপাচার্যের সাক্ষাৎ



উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস-এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সাক্ষাৎ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয় নিয়মিত অবহিতকরণের অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শেষ প্রান্তে প্রধান উপদেষ্টার বিদায়ের প্রাক্কালে উপাচার্য এই সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত দেড় বছরের দায়িত্ব পালনকালে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এ সময় তিনি শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রধান

উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। সাক্ষাৎকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত একটি সালতামামি প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মরণকালের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধ এবং এর শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সকল ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য উপাচার্য প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রধান উপদেষ্টার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শিল্পী আলগুণীন তুষার অঙ্কিত একটি পোর্ট্রেট প্রধান উপদেষ্টাকে উপহার দেন।

৩৭ জন গবেষকের পিএইচডি ও ৩৩ জনের এমফিল ডিগ্রি অর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ৩৭ জন গবেষক পিএইচডি, ৩৩ জন এমফিল এবং ২ জন ডিবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এরমধ্যে গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় ১৮ জন গবেষক পিএইচডি, ১০ জন এমফিল ও ১ জন ডিবিএ ডিগ্রি এবং গত ৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় ১৯ জন গবেষক পিএইচডি, ২৩ জন এমফিল এবং ১ জন ডিবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সিন্ডিকেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে কাজী ফারজানা আফরীন, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে রত্না রানী দাস, দর্শন বিভাগের অধীনে মন্দিরা চৌধুরী, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে আনিতা হেলেন, সংগীত বিভাগের অধীনে মো. রওশন আলম, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মো. আব্দুল বারী, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মোহা. উম্মে হাবিবা, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মো. হাবিবুর রহমান, গণিত বিভাগের অধীনে সায়মা সুরাইয়া, রসায়ন বিভাগের অধীনে নার্গিস পারভীন, ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের অধীনে সামশাদ নওরীণ ও সুলতানা শাহীদা আবেদীন, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে মো. সাহেদুল ইসলাম, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে শফিকুল ইসলাম ফয়সল, আইন বিভাগের অধীনে গোবিন্দ চন্দ্র মন্ডল, তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের অধীনে মো. মাসুদুর রহমান এবং পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধীনে সাঈদা হক ও নাসরিন সুলতানা, বাংলা বিভাগের অধীনে মো. আবু বকর ছিদ্দিক ও খন্দকার ফারহানা রহমান, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ আব্দুল জাব্বার, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

উপাচার্যের গ্লোবাল ফেইথ ফোরাম ও USCIRF-এ বাংলাদেশের সহাবস্থানের মডেল উপস্থাপন



উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত দুইটি আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ধর্মীয় স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সহাবস্থান এবং নৈতিক নেতৃত্বের বিষয়ে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন (USCIRF)-এর কার্যালয়ে কমিশনের চেয়ার ভিকি হার্টজলার-সহ শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন। একই সফরে তিনি গ্লোবাল ফেইথ ফোরামে বিশেষ বক্তা হিসেবে ভাষণ প্রদান করেন। বর্তমানে তিনি দেশে অবস্থান করছেন। USCIRF-এর সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচনকালীন প্রেক্ষাপট এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। বৈঠকটি সমন্বয় করে মাল্টি-ফেইথ নেবারস নেটওয়ার্ক (MFNN)। অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বাংলাদেশের দীর্ঘ ঐতিহাসিক সহাবস্থানের ঐতিহ্য তুলে ধরে বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ় হলে ও সহিংসতার অধিকাংশ ঘটনাই রাজনৈতিকভাবে প্ররোচিত। সংখ্যালঘু

সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট প্রায় ৫৭৪টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ৭১টির সরাসরি ধর্মীয় উপাদান ছিল; বাকি ঘটনাগুলোর পেছনে ভূমি-বিরোধ, স্থানীয় দ্বন্দ্ব কিংবা রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানী কর্মকাণ্ড ভূমিকা রেখেছে। তিনি উল্লেখ করেন, জুলাই ২০২৪-এর আন্দোলনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কার্যক্রম পুনরুদ্ধার এবং আন্তঃধর্মীয় ঐক্য রক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দায়িত্ব গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহৎ পূজা উদযাপন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ঈদ অনুষ্ঠান, বড়দিনের বৃহৎ আয়োজনসহ বছরব্যাপী আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। জাতীয় পর্যায়ে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকলেও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত টার্গেটিংয়ের প্রমাণ নেই। নির্বাচন সংবেদনশীল সময় হলেও সরকার নিরাপত্তা জোরদারের কাজ করছে। আঞ্চলিক ভূরাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টানা পোড়েন এবং পাকিস্তানের সুযোগ নেওয়ার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। তবে নির্বাচন-পরবর্তী বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সম্ভাবনা কম বলে মত দেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের সুরক্ষার অঙ্গীকারও পুনর্নিশ্চিত করেন। (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

যথাযোগ্য মর্যাদায় অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত



(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিবারের পক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও কূটনীতিক, নির্বাচন কমিশন, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, ডাকসু নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

শহিদ মিনারে গমন করে। পরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, রেজিস্ট্রার, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, সকল অনুষদের ডিন, হল ও হোস্টেলসমূহের প্রাধ্যক্ষ ও ওয়ার্ডেন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অফিস প্রধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন।



দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচির অংশ হিসেবে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ৬:৩০টায় ‘স্মৃতি চিরন্তন’ চত্বর থেকে মৌন মিছিল ও প্রভাতফেরি বের করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এতে নেতৃত্ব দেন। মৌন মিছিল ও প্রভাতফেরিটি উদয়ন স্কুল হয়ে কেন্দ্রীয়

বাদ আসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়াসহ সকল হলের মসজিদ এবং আবাসিক এলাকার মসজিদে ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়েও শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

শামসুন নাহার হলের সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ



শামসুন নাহার হলের বার্ষিক সাহিত্য প্রতিযোগিতায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নাবা আহমেদ ইশতিমাম চ্যাম্পিয়ন এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নাহিদা সুলতানা রানার আপ হয়েছে। এছাড়া, হলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সংগীত বিভাগের শেখ জেরিন শবনম চ্যাম্পিয়ন এবং একই বিভাগের পূর্বা সরকার রানার আপ হয়েছে। বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের হাবিবা আক্তার ইমি চ্যাম্পিয়ন এবং ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সাদিয়া

ইসলাম শশী রানার আপ হয়েছে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ শামসুন নাহার হল মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বার্ষিক সাহিত্য, সাংস্কৃতিক এবং অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। শামসুন নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।



প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিভাগের কামালউদ্দিন আহমেদ লেকচার গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পিএইচডি ও এমফিল ডিগ্রি অর্জন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মোছা: শেহেলা পারভীন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধীনে খোরশেদা আক্তার, ফলিত গণিত বিভাগের অধীনে উম্মে রুমান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীনে খন্দকার নূর-ই জল্লাত, ফিন্যান্স বিভাগের অধীনে সামিয়া সুলতানা তানি, মার্কেটিং বিভাগের অধীনে মো. শাহীদুর রহমান খান, সংগীত বিভাগের অধীনে আহমাদ মায়্যা আখতারী, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধীনে নিসরাত জাহান ও সাদিয়া নূর, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অধীনে মো: ফুয়াদ আল কবির, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মুহম্মদ সাহিদ উল্লাহ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে রোখসানা পারভীন, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের অধীনে সঞ্জয় চক্রবর্তী, রসায়ন বিভাগের অধীনে মো: নজরুল ইসলাম এবং ইতিহাস বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ আবুল কাউসার।

এমফিল ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে মুহাম্মদ আবদুল আজিজ ও ফারহানা সিদ্দিকী, দর্শন বিভাগের অধীনে শামীমা আক্তার সুমা, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের অধীনে রাগীব নাসিম, অর্থনীতি বিভাগের অধীনে আজিমা বেগম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মোসাম্মৎ খোদেজা বেগম, অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ বিভাগের অধীনে তাহসিনা তাবাসসুম, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধীনে মাসনাদৌল-ফেরদৌস ও তারান্নুম ফাতেমা চৌধুরী এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে জল্লাতুল আফরোজ, আরবী বিভাগের অধীনে মো: ফারুক হোসেন ও মো. মোফাজ্জেল, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে মোছা: জেসমিনআরা, সংগীত বিভাগের অধীনে মধুবন্তী নন্দী ও তৌহিদা তামান্না, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে রিৎকি রানী সাহা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীনে তাহমিদা জাকিয়া, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে ইউ. কে. এম ফারহানা সুলতানা ও সাদিয়া মেহজাবিন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মুকুল হোসেন, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধীনে ইন্দ্রানী রায়, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অধীনে মো: মেহেদী হাসান, একাউন্টিং বিভাগের অধীনে তাহমিনা হোসেন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে মৌসুমি রাজ্জাক রনি, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধীনে কিংকর ঘোষ ও সান্না জৈয়সাল, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে শর্মিলা জাহান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে আল-আমিন ও মো: শহিদুল ইসলাম, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে আফরোজা, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধীনে মু. রেজাউল মোস্তফা, ইংরেজি বিভাগের অধীনে ফাতেমা আক্তার ও কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগের অধীনে সোনিয়া সুলতানা।

ডিবিএ ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ বিভাগের অধীনে নাজরা মাহজাবীন সাবেত ও ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধীনে মো: সামসুল হক।

উপাচার্যের গ্লোবাল ফেইথ ফোরাম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনি সাম্প্রদায়িক ঘটনা পর্ষবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য কেন্দ্রীয় একাডেমিক মনিটরিং সেল গঠনের প্রস্তাব দেন এবং মারাকেশ ঘোষণার নীতিমালা একাডেমিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সুপারিশ করেন। গ্লোবাল ফেইথ ফোরামে বক্তব্য দিতে গিয়ে অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, এই ফোরাম মেধা, গবেষণা এবং আশা-ভিত্তিক বৈশ্বিক সংলাপের একটি অনন্য উদাহরণ। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, দেশটি শতাব্দীর পর শতাব্দী বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সহাবস্থান ও সহনশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। তিনি উল্লেখ করেন, এ ঋণ্ডলে ইসলাম সুফি ঐতিহ্যের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিস্তার লাভ করে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটলেও সেগুলোর পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্ররোচনা কাজ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা তুলে ধরে তিনি বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের জুলাই ছাত্র-আন্দোলন-সহ প্রতিটি জাতীয় পরিবর্তনের কেন্দ্রে ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়।

১ম বর্ষ আভারগ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিভাগের ১ম বর্ষ ‘আভগ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের’ শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রসায়ন বিভাগ

রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা গত ২২ জানুয়ারি ২০২৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. ফরিদা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সহযোগী অধ্যাপক কামরুল হাসান ও ড. সায়রা আহমেদ স্বাগত বক্তব্য দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক ড. কাওসারী আখতার। নবীনদের পক্ষে সামিউল হক ও তাসনিম সুলতানা এবং বিদায়ীদের পক্ষে ফাতেমা-তুজ জোহরা কেয়া অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ

প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিভাগের কামালউদ্দিন আহমেদ লেকচার গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. জাকির হোসেন হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. রফিকুর রহমান, অধ্যাপক ড. ইশতিয়াক মাহমুদ, অধ্যাপক ড. মামুন রশীদ চৌধুরী, অধ্যাপক ড. লায়লা নূর ইসলাম, অধ্যাপক ড. হাসিনা খান, অধ্যাপক ড. জেবা ইসলাম সেরোজ এবং অধ্যাপক ড. ইয়ারুল কবীর বক্তব্য প্রদান করেন। ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম সমাপনী বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে আভারগ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী ৯ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। শিক্ষার্থীরা হলেন-মোনতাহা আফরিন, রুবাইয়া রেজা রামিজা, অবেষা দাশ শমী, সাবিহা মুনতাহা, কানিজ ফাতেমা তানিশা, ফাতিমা জোহরা, ফাতেমা সিদ্দিক রোজা, সামিতা তাবাসসুম রোজা, সামিয়া আক্তার রাইসা ও নোশিন তাসনিম মৌমিতা।

ফলিত গণিত বিভাগ

ফলিত গণিত বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনের রেজাউর রহমান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফেরদৌসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী এবং বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। ছাত্র উপদেষ্টা সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. রাকিব হোসেন শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। নবীনদের পক্ষে ফারিলা জেবিন রাইদা এবং বিদায়ীদের পক্ষে আহনাফ আহমেদ অনুভূতি ব্যক্ত করেন। বিভাগের প্রভাষক গুচি চাকী অনুষ্ঠান সম্বলান করেন। অনুষ্ঠানে আভারগ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী ৩ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। শিক্ষার্থীরা হলেন- নাফিয়া তানজুম নিহা, ফাহিদা হক আফনান এবং মেহবুবা চৌধুরী।

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ১ম বর্ষ আভারগ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ এবং এমএস শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিভাগীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আসফাক আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দৌ আলফেছানী স্বাগত বক্তব্য দেন। অধ্যাপক ড.

মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ছাত্র উপদেষ্টা সহযোগী অধ্যাপক ড. তাহুমিনা ইসলাম। ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী নাসফিয়া বিনতে হেলাল নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে এবং রাহিলা ইরাম বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মানপত্র পাঠ করেন। নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষে নাফিসা আক্তার ঐশী এবং বিদায়ী শিক্ষার্থীদের পক্ষে সৈয়দ নাসিফ ইলিয়াস ফারুকী অনুভূতি ব্যক্ত করেন। ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মারুফা আক্তার কলি এবং মাছুমা মমতাজ অনুষ্ঠান সম্বলান করেন।

বিভাগের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখায় এমএস শ্রেণির শিক্ষার্থী এম এম তানজিম আলম, মুহাম্মদ ময়দুল ও সৈয়দ নাছিব ইলিহাস ফারুকীকে অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া আভারগ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী ১৪জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। শিক্ষার্থীরা হলেন- সুহানা মৌরিন, মারজানা ইয়াসমিন লিজা, সায়মা আক্তার, কানিজ ফাতেমা বুশরা, কামরুন্নাহার কনা, রাহিলা ইরাম, সুমাইয়া ইসলাম, নুসরাত জাহান লিজা, রুবাইয়া ইয়াসমিন ইরিন, ইমন বাউড়, মাজিরা খাতুন, মোছা. শাহানাজ নুসরাত ও রুপা রানী রায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ৬ জন শিক্ষার্থীকে অধ্যাপক ড. শেখ শামীমুল আলম স্মৃতি বৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তি প্রাপ্ত প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা হলো নওশীন ফারুকী আলিকা, নাফিজা আক্তার ঐশী ও আহমেদ ইমতিয়াজ। বৃত্তি প্রাপ্ত দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা হলো মো. সিয়াম হোসেন রনি, মো. ফরহাদ বাদশা ও মোছা. সাদিয়া ইসলাম।

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. খোন্দকার সিদ্দিক-ই রবানী, অধ্যাপক ড. মো. কামরুল হাসান এবং বিভাগের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. জুলফিকার হাসান খান শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। নবীনদের পক্ষে মারজিয়া জল্লাত সিনহা ও তাহসিন আহমেদ অমি এবং বিদায়ীদের পক্ষে আরাফাত রহমান ও ইশরাহ জাহান লুনা অনুভূতি ব্যক্ত করেন। বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নন্দিতা দেব অনুষ্ঠান সম্বলান করেন।

পরিসংখ্যান বিভাগ

পরিসংখ্যান বিভাগের ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ আভারগ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাফর আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফের রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বক্তব্য রাখেন। বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. কাঞ্চন কুমার সেন স্বাগত বক্তব্য দেন।

অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ

অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের ৩৭ তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও ৩২ তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা গত ২০ জানুয়ারি ২০২৬ আনোয়ারুল আজিম চৌধুরী লেকচার গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. শাকিলা নার্গিস খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক বিশেষ অতিথি এবং প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ইশতিয়াক মাহমুদ সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সহকারী অধ্যাপক ড. সামিনা মমতাজ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠান সম্বলান করেন বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী অংকিতা সাহা এবং ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. আরাফাত ইসলাম। বিভাগের একাডেমিক কার্যক্রমে নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ইশতিয়াক মাহমুদকে অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

কানাডার রেজিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও উপাচার্য



কানাডার রেজিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও উপাচার্য ড. জেফ কেশেন গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় রেজিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. হারুন চৌধুরী এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডার রেজিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় তাঁরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কৃষি, ব্যবসা, প্রকৌশল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, সমাজকর্ম,

অপরাধবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আরও যৌথ সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রেজিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একাডেমিক উপকরণ, তথ্য-উপাত্ত, প্রকাশনা এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য, যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডার রেজিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২০২৩ সালে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, দুই বিশ্ববিদ্যালয় গত কয়েক বছর যাবৎ যৌথভাবে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

১৯ জন শিক্ষার্থী পেলেন ঢাবি টিএফপি ক্রিয়েটিভ এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড



ভিজুয়াল কনটেন্ট নির্মাণে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের ১৯জন শিক্ষার্থী টিএফপি ক্রিয়েটিভ এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি (টিএফপি) বিভাগের ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের ভিজুয়াল কনটেন্টগুলো বিভাগের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান সাইয়িদ শাহজাদা আল কারীম। অনুষ্ঠান সম্বলন করেন সহকারী অধ্যাপক খন্দকার রুবায়েয়া মুরসালিন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও অ্যালামনাইদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে বিভাগটি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে

সক্ষম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক আরও জোরদারের ক্ষেত্রে এই বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উল্লেখ্য, টিএফপি ক্রিয়েটিভ এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এর জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১২৯ টি কনটেন্ট জমা পড়ে। এর মধ্যে ১৯টি ক্যাটাগরিতে ৪১টি কনটেন্টকে পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়। টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র শিল্পের পেশাদারদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জুরি বোর্ড বিজয়ীদের নির্বাচন করে। জুরি বোর্ডে ছিলেন নির্মাতা রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত, শঙ্খ দাশগুপ্ত, প্রযোজক আরিফুর রহমান, চিত্রগ্রাহক বরকত হোসেন পলাশ, চলচ্চিত্র সমালোচক ও চিত্রনাট্যকার সাদিয়া খালিদ রীতি, শিল্প নির্দেশক রঞ্জন রব্বানী, সাউন্ড ডিজাইনার নাহিদ মাসুদ, পরিচালক ও সম্পাদক সাঈদ চৌধুরী, অনীম, কন্সটিউম ডিজাইনার ইলিফা ফরিদ তুরিন, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা এলিজাবেথ ডি কস্টা, আলোকচিত্রী নাসির মাহমুদ, শফিকুল আলম ও শফিকুল আলম কিরণ এবং সাংবাদিক জয়েদুল আহসান পিন্টু ও মীর মাসরুর রজ্জামান।

লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের এসআইসিআইপি প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে ‘Skilled Manpower Development and Industry Competitiveness for the Leather Sector’ শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, প্রশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক সহায়তায় ‘Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP)’ শীর্ষক এই প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসআইসিআইপি-এর নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ ওয়ালিদ হোসেন সম্মানিত অতিথি এবং এসআইসিআইপি-এর উপ-নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক মো. মাহফুজুল আলম খান ও বাংলাদেশ ট্যানারি এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

আইএলইটি-এসআইসিআইপি-এর প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ড. সবুর আহমেদ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন আইএলইটি-এসআইসিআইপি-এর উপ-প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মুত্তালিব। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান দেশের চামড়া শিল্পের উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডাস্ট্রিসহ সকলকে নিয়ে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে চাই। জাতীয় স্বার্থে আমরা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন ভেদাভেদ রাখতে চাই না। কল্পনিত রাজনীতি আমাদের সকল ক্ষেত্রে বিভাজিত করে ফেলেছে। এই বিভাজন আমরা দূর করতে চাই। পরস্পরের হাত ধরে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় চলে সমাজকে নিয়ে। অথচ সমাজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এই দূরত্ব ঘোচাতে চাই। সমাজকে নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই। এধরনের অনুষ্ঠান এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

স্যার এ এফ রহমান হলের প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড

স্যার এ এফ রহমান হলের প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড, নবীন বরণ, বিদায় সংবর্ধনা ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। একাডেমিক এক্সিলেন্সি ক্যাটাগরিতে আরবী বিভাগের ইমরান হোসেন, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া ক্যাটাগরিতে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মো. জাকির হোসেন এবং স্বেচ্ছাসেবা ক্যাটাগরিতে স্যার এ এফ রহমান হল ইউনিট বান্ধন প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

স্যার এ এফ রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ কাজী মাহফুজুল হক সুপণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম সম্মাননা বক্তা এবং ডাকসু’র এজিএস মুহা. মহিউদ্দিন খান ও সমাজসেবা সম্পাদক এ বি জুবায়ের বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। স্যার এ এফ রহমান হল সংসদের ভিপি রফিকুল ইসলাম ও সাহিত্য সম্পাদক মো. আমীর হামজা বিল্লাহ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এসময় হল সংসদের এজিএস আব্দুল্লাহ আল জুবাইর, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ইফাদ হাসান, সমাজসেবা সম্পাদক মেহেদী হাসান মুবিন, বহিরাঙ্গন ক্রীড়া সম্পাদক হাবিব উল্লাহ হাবিব, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল আব্বাস, সদস্য মাহবুবুর রহমান খান রাব্বি, ওয়ালিউল ইয়ামিন নাবিল, রেদোয়ান আহমেদ ও মো. আজগার আলী উপস্থিত ছিলেন। হল সংসদের জিএস হাবিব উল্লাহ হাবিব অনুষ্ঠান সম্বলন করেন।

নূর হোসেন স্মারক ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ‘নূর হোসেন স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড’-এর মূলধন বৃদ্ধি করা হয়েছে। মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শহীদ নূর হোসেনের ভাই মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মো. নূর উন নবী ভূঞা ৫ লাখ টাকার একটি চেক গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর কাছে হস্তান্তর করেন। এই অনুদানের মাধ্যমে ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন ৬ লাখ টাকায় উন্নীত হলো। উপাচার্যের সভাকক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ফাতেমা রেজিনা ইকবাল, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ এবং দাতা পরিবারের সদস্যগণ চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের বিএসএস (সম্মান) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত ০১ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় নারী এককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সাদিয়া রহমান মৌ চ্যাম্পিয়ন এবং ইতিহাস বিভাগের সামান্তা হোসেন তৃত্বী তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। ছাত্রদের দলগত ইভেন্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ছাত্রদের দলগত ইভেন্টের খেলোয়াড়রা হলো-ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের মুহতাসিন আহমেদ রুদয়, চারুকলা অনুষদের সামসন বম, তনয়া মুরং এবং সুব্রত চাকমা। নারী এককে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছায় মুনসাত জাহান লামিসা ও তাবাসসুম বিনতে জাহির জিনিয়া। বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতায় মোট ৩০ টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিস দলকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো শিক্ষার্থী গবেষণা সম্মেলন



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো শিক্ষার্থী গবেষণা সম্মেলন গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এই সম্মেলনের আয়োজন করে। আইকিউএসি’র পরিচালক অধ্যাপক ড. রেজাউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এম আবদুল আজিজ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন আইকিউএসি’র অতিরিক্ত পরিচালক ড. মুস্তাক ইবনে আযুব। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব, সংযুক্ত আরব

আমিরাতের সারজাহ ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবদুর রহমান। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গবেষণা সম্মেলন আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীদের গবেষণার আগ্রহকে আমি স্বাগত জানাই। প্রতিটি মানুষ তার কর্মের মধ্য দিয়েই টিকে থাকে। গবেষণার কাজটি অত্যন্ত কঠিন। তবে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণায় নিজেকে সম্পৃক্ত করলে ভবিষ্যতে ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হওয়া সম্ভব। প্রতিষ্ঠান এবং সমাজও গবেষণার সুফল পায়। গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে দেশের ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক আরও জোরদার করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা গবেষণা সংক্রান্ত পোস্টার তৈরি ও গবেষণার সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করে।

কলা অনুষদের শিক্ষকদের জন্য দু’দিনব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্প



কলা অনুষদের উদ্যোগে দু’দিনব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্প গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ শহীদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী কনফারেন্স রুমে উদ্বোধন করা হয়। পপুলার ডায়গনস্টিক সেন্টার এই কর্মসূচিতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী পৃথক পৃথকভাবে

মেডিকেল ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। এসময় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, মেডিকেল ক্যাম্পের সমন্বয়কারী অধ্যাপক এম এ কাউসারসহ অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, দু’দিনব্যাপী এই মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধনী দিনে কলা অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের শিক্ষকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

আইএসআরটি সুবর্ণজয়ন্তী পদক পেলেন মো. দেলোয়ার হোসেন সিপন



স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইএসআরটি)-এর মাস্টার্সের শিক্ষার্থী মো. দেলোয়ার হোসেন সিপন ‘আইএসআরটি সুবর্ণজয়ন্তী পদক-২০২৫’ লাভ করেছেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীর হাতে পদক ও সনদ তুলে দেন।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. তামান্না হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক

অধ্যাপক ড. মো. ইশরাত রায়হান স্বাগত বক্তব্য দেন। এসময় ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ পদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তার এই অর্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও অত্যন্ত গর্বের। শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সবাই সম্মতিভাবে কাজ করলে আন্তর্জাতিক র‌্যাঙ্কিংয়ে আমাদের কাক্ষিত অবস্থান অর্জন করা সম্ভব। অত্যাধুনিক গবেষণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাবি ক্যাম্পাসে ভাষা পদযাত্রা



মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অপরাহ্নে বাংলার পাদদেশ থেকে এক ভাষা পদযাত্রা বের করা হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে এই ভাষা পদযাত্রার উদ্বোধন করেন। পদযাত্রাটি কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মহান ভাষা

শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মনিরা বেগম এবং পদযাত্রা উপ-কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক গুলশান আরাসহ বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ ভাষা পদযাত্রায় অংশ নেন। উল্লেখ্য, মহান ভাষা আন্দোলনে শহিদ ও ভাষা সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিবছর এই পদযাত্রার আয়োজন করে।

শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারের সংস্কার ও আধুনিকায়নের উদ্বোধন



শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারের সংস্কারকৃত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মেডিকেল সেন্টার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। তুর্কি কো-অপারেশন অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন এজেন্সি (টিকা)-এর সহযোগিতায় সেন্টারটি সংস্কার করা হয়েছে এবং আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামও উন্মোচন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। প্রধান অতিথি ছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগানের পুত্র নেসমেতিন বিলাল এরদোগান। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, টিকার প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ এরেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত এইচ.ই. রামিস সেন, ফুটবল তারকা মেসুত ওজিল এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি সাদিক কায়েম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউট পরিচালক, প্রধান মেডিকেল অফিসার, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দ। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, তুরস্ক ও বাংলাদেশের মধ্যকার দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারের সংস্কার ও আধুনিকায়ন। তিনি বলেন, এই উদ্যোগ দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে যৌথ কার্যক্রম সম্প্রসারণের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।

অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, টিকা মেডিকেল সেন্টারের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেছে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে। তিনি টিকার অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, টিকা শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়নই করেনি, বরং একটি অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপ, অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, উন্নতমানের এক্স-রে মেশিন এবং আইসিইউ সুবিধাসম্পন্ন অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা সেবাকে আরও কার্যকর ও আধুনিক করবে। উপাচার্য বলেন, তুরস্ক ও বাংলাদেশের বন্ধুত্বের ইতিহাস শতাব্দীপ্রাচীন এবং এই সহযোগিতা সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বহন করছে।

স্বাগত বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)

অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, এই মেডিকেল সেন্টারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থী, ২ হাজার শিক্ষক এবং ৫ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। ফলে এই কেন্দ্রের ওপর বিপুলসংখ্যক মানুষের নির্ভরশীলতা রয়েছে এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রত্যাশা উভয়ই অনেক বেশি। তিনি বলেন, সীমিত বাজেট ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে সব সময় প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না। এ প্রেক্ষাপটে টিকার সহযোগিতায় মেডিকেল সেন্টারের ভবন সংস্কার, আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রদান এবং অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তুরস্কের প্রেসিডেন্টের পুত্র নেসমেতিন বিলাল এরদোগান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং এখান থেকেই দেশের আগামী দিনের নেতৃত্ব গড়ে উঠছে।

তিনি বলেন, তুরস্ক ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে এবং মেডিকেল সেন্টার আধুনিকায়ন প্রকল্প এ সম্পর্কে আরও সুদৃঢ় করার একটি প্রতীক। তিনি আরও বলেন, তুরস্ক বাংলাদেশের সঙ্গে শিক্ষা, গবেষণা ও মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণে আগ্রহী। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তুরস্কের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি সাদিক কায়েম বলেন, তুরস্ক ও বাংলাদেশের মধ্যকার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন দীর্ঘদিনের এবং টিকার সহযোগিতা এ সম্পর্কে আরও সুদৃঢ় করেছে। তিনি বলেন, বিলাল এরদোগানের উপস্থিতি দুই দেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের আধুনিকায়নে তুরস্ক সরকার ও টিকার সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এবং শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ করে কওমী শিক্ষা উন্নয়নে তুরস্কের সহায়তা সম্প্রসারিত হবে।

মুহসীন হল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট চ্যাম্পিয়ন

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ডিবেটিং ক্লাব আয়োজিত 'MHDC DIALEXIS 1.0' শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় 'স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট ডিবেটিং ক্লাব' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ডিবেটার অব দ্যা ফাইনাল এবং ডিবেটার অব দ্যা টুর্নামেন্ট হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট ডিবেটিং ক্লাবের রিদওয়ান মুহসীন। প্রতিযোগিতার অন্য ফাইনালিস্ট ক্লাবগুলো হল- এথেনিয়াম ডিবেট ফোরাম (এডিএফ), বিতর্ক -একটি তার্কিক সংগঠন (বিইটিএস) ও শহীদুল্লাহ হল ডিবেটিং ক্লাব (এসএইচডিসি)। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল মিলনায়তনে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি সাদ আরমান নাফিসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. সিরাজুল ইসলাম, হল ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর হারুন-আর রশিদ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি জুবায়ের হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রাগীব আনজুম, হল সংসদের ভিপি সাদিক হোসেন ও এজিএস আব্দুল মজিদ বক্তব্য রাখেন। হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ডিবেটিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. মুজাহিদুল ইসলাম অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

৩-দিনব্যাপী আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বিতর্ক উৎসব

‘সংলাপের খিড়কিতে দেখি/ সভ্যতার সম্মিলন’ শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ৩-দিনব্যাপী আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বিতর্ক উৎসব উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উৎসব উদ্বোধন করেন। বিশ্ব আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সপ্তাহ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্র এবং বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ যৌথভাবে এই বিতর্ক উৎসব আয়োজন করে। ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্স ডিবেটিং ক্লাবের সহযোগিতায় এই উৎসব আয়োজন করা হয়।

ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্স ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি রিফাহ তাসনিয়া জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি)-এর মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এম আব্দুল আজিজ, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবু সায়েম, আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ, ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্স ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর ড. মুহা. আবদুল্লাহ আল মাহমুদ এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি জুবায়ের হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক রাগীব আনজুম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. আবরার হোসেন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

১৫৪ জন শিক্ষার্থীর বৃত্তি লাভ

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের ১৫৪ জন শিক্ষার্থীকে ১৯ লাখ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। বিভাগের ৫টি ট্রাস্ট ফান্ড থেকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে আয়োজিত এই বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. পারভীন হাসান মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বৃত্তি প্রদান কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. নূরুল আমিন স্বাগত বক্তব্য দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কলা অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন এবং দাতা প্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল (অবঃ) আব্দুল্লাহ আল হাসান বক্তব্য রাখেন। সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ ওমর ফারুক ট্রাস্ট ফান্ড সমূহের পরিচিতি তুলে ধরেন।

ঢাবি ক্যাম্পাসে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি র্যালি



বিশ্ব আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অপরাহ্নে বাংলার পাদদেশ থেকে এক আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি র্যালি বের করা হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে এই র্যালি উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্র এবং বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই র্যালি বের করা হয়।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ, বিশ্বধর্ম ও

সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবু সায়েম, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলামসহ বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ র্যালিতে অংশ নেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা সমাজে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থেকে জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রজন্ম হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

দুর্যোগ প্রস্তুতি জোরদারে তথ্য দিবস ও সিমুলেশন ড্রিল



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ ‘RISK-E-SCAPE’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দুর্যোগ স্বাস্থ্য ও জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা বিষয়ক এক দিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করে। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নীতিনির্ধারক, অনুশীলনকারী, জরুরি প্রতিক্রিয়া কর্মী, শিক্ষার্থী ও সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকি, স্বাস্থ্যগত প্রভাব এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা বিষয়ে সচেতনতা ও প্রস্তুতি জোরদার করা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নায়িম সুলতানা, অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর এবং অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য-এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত জটিল এবং পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে ব্যক্তি ও কমিউনিটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখা বর্তমান সময়ের একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তিনি বলেন, বন্যা, ভূমিকম্প কিংবা মহামারির মতো পরিস্থিতিতে বিদ্যমান স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও জরুরি সেবাগুলো যে প্রায়ই অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে, তা আমরা বাস্তবে বারবার প্রত্যক্ষ করছি।

তিনি উল্লেখ করেন, RISK-E-SCAPE প্রকল্প দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় গবেষণাকল্প জ্ঞানকে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত করার একটি সমন্বয়যোগী উদ্যোগ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও অভিজ্ঞতা ‘স্বাস্থ্যনীতি উন্নয়ন, সমন্বিত ও অংশগ্রহণমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দেশীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ‘হোম-গ্লোব’ মডেল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা রাখবে।

অধ্যাপক মামুন আহমেদ আরও বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যকর্মী, উদ্ধারকারী, নীতিনির্ধারক ও কমিউনিটির মধ্যে সমন্বিত ও সমন্বয়ভিত্তিক একটি কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। গবেষণার পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সিমুলেশন ড্রিল এবং একাডেমিক ও সার্টিফিকেট কোর্স চালুর মতো উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে সহায়ক হবে।

উল্লেখ্য, তথ্য দিবসটি একটি বিস্তৃত সচেতনতা ও সম্প্রজ্ঞতামূলক কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হয়, যেখানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য খাতের সরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ অধ্যয়ন, জনস্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নেন। কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনে একটি নিরাপত্তা ও ভূমিকম্প নির্বাসন সিমুলেশন ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়। এই ড্রিলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহযোগিতায় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থী ও কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন। বহিরাগত স্টেকহোল্ডার হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, জরুরি চিকিৎসা সেবা এবং অন্যান্য জরুরি প্রতিক্রিয়া দলের প্রতিনিধিরা যুক্ত ছিলেন। ড্রিলটি জরুরি প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া প্রোটোকল বিষয়ক একটি প্রযুক্তিগত ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে শুরু হয় এবং পরবর্তীতে সরিয়ে নেওয়া ও সমন্বিত প্রতিক্রিয়ার সরাসরি সিমুলেশন পরিচালিত হয়। শেষে একটি প্রতিফলন অধিবেশনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা ও শেখা বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়।

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো. আবু বকর সিদ্দিক

ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮